‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’- বাংলাদেশ

কোপেনহেগেনে ন্যায্য এবং কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায়ের পরিবেশ কর্মী এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের চলমান প্রচারাভিযান

COUNTDOWN TO
CO_2PENHAGEN
Time for climate justice

জলবায়ু ন্যায্যতা, গণ-প্রচারাভিযান এবং আন্তর্জাতিক জলবায়ু চুক্তি

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত হুমকি এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রশমনের জন্য উন্নত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের নৈতিক কর্তব্য



Coastal Development Partnership (CDP)
Bangladesh

CDP
PROMOTING POSITIVE PROGRESS

সৈয়দ জাহাঙ্গীর হাসান মাসুম

কোস্টাল ডেভলেপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি), বাংলাদেশ

COUNTDOWN TO
CO$_2$PENHAGEN
Time for climate justice

গণ-স্মারকলিপি

।। বাংলাদেশ চায় সংকটময়
জলবায়ুর হুমকি থেকে মুক্তি,
এজন্য প্রয়োজন কোপেনহেগেনে
স্বচ্ছ ও ন্যায্য জলবায়ু চুক্তি।।

১. আমরা তৃণমূল পর্যায়ের পরিবেশ কর্মী এবং জলবায়ু ঝুকিপূর্ণ বিপন্ন বাংলাদেশের জনগণ 'কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন'-এর বিকাশের জন্য সংহতি প্রকাশ করছি। কোপেনহেগেনে ন্যায্য জলবায়ু চুক্তি সম্পাদনের জন্য আমরা সংহতি প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

২. আমরা স্বচ্ছ এবং ন্যায্য জলবায়ু চুক্তির দাবি করছি যা থেকে বিশ্বের বঞ্চিত, সামাজিকভাবে নিষ্পেষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং আদিবাসী সম্প্রদায় উপকৃত হবে।

৩. আমরা উন্নত দেশগুলোর কাছে দাবি করি যাতে তারা আইনগত বাধ্যতার জন্য এবং তাদের দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে স্বেচ্ছায় গ্রীণ হাউস গ্যাস উদগীরন কমিয়ে আনে যা পরিবেশের সাধিত ক্ষতি পূরণ করবে।

৪. আমরা উন্নত দেশগুলোর নিকট আরো দাবি করি যেন তারা তাদের বার্ষিক জিডিপির শতকরা ২ভাগ অবশ্যই জাতিসংঘে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সনদের আওতায় গঠিত অভিযোজন তহবিলে দান করে। 'ওডিএ' প্রতিশ্রুতি বহির্ভূত আর্থিক সহায়তা দানে উন্নত দেশসমূহের জন্য সবচেয়ে ভালো বৈশ্বিক সমঝোতা চুক্তি হতে পারে যদি তারা আর্থিক সহায়তার দায়িত্ব নেয়।

৫. আমরা দাবি করি ২০১২ পরবর্তী সমঝোতায় অভিযোজন কৌশলটির জন্য আন্তর্জাতিক দেন দরবারে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন’ প্রচারাভিযান

বাংলাদেশ সচিবালয়

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)

বাড়ি নং-১২/এ, রোড নং-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

ফোনঃ +৮৮০-৩৭৭২০১৪২৭২, মোবাইলঃ +৮৮০-১৯১৬-০৩৩৪৪৪

ই-মেইলঃ cdpcampaign@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.cdpbd.org

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) একটি মানবাধিকার ভিত্তিক গবেষণামূলক এবং অধিপরামর্শকারী অলাভজনক জাতীয় বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উপকূলীয় বাঁধ নির্মানের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা যে জন দুর্ভোগ বাড়ায় তা নিরসনের জন্য ঐ অঞ্চলে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের সমন্বয়কারী সচিবালয় হিসেবে ১৯৯৭ সালের ১লা জানুয়ারি সিডিপি’র আত্মপকাশ। ১৯৯৭ সাল থেকে সিডিপি স্থানীয় জনগোষ্ঠী, নাগরিক সমাজ, তৃনমূল পর্যায়ের বেসরকারি সংস্থা/সিবিওদের সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমনে, খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করণে এবং পরিবেশগত সুশাসন আনয়নের জন্য কাজ করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জন গুরুতপূর্ণ ইস্যুতে এডভোকেসী (অধিপরামর্শ) ও ক্যাম্পেইন (প্রচারাভিযান) পরিচালনার মধ্য দিয়ে সিডিপি সমন্বয়কারী সচিবালয় থেকে একটি সংগঠনে রূপ নেয়, যা অনেকগুলো আঞ্চলিক ইস্যু, যা সাধারণ সম্পদের উপর জন অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত। সিডিপি এর ক্রমবিবর্তন প্রক্রিয়ায় সচিবালয় থেকে তৃণমূল পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা দক্ষতা উন্নয়ন এবং নেটওয়ার্ক বিকাশের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্বায়ণ এবং নীতি প্রণয়নে এডভোকেসী তৎপরতা অব্যাহত রাখে।

সিডিপি বিশ্বাস করে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন জনগোষ্ঠীকে রক্ষার্থে, স্থানান্তরিতদের ক্ষতিপূরণ দিতে, প্রত্যেকের গ্যারান্টি এবং যৌথ অধিকার সমুন্নত রাখতে জনগণের অধিকারের প্রতি সম্মান রেখে যে কোন সমাধানে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে যেটি তাদের জীবনের পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে। সিডিপি UNFCCCর ইউরোপীয়ান বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন সমূহের ডেলিগেশন দল ‘এ্যাপ্রোডেভ’ এর অংশীদার প্রতিষ্ঠান। UNFCCC’র সমাঝোতা কার্যক্রমে ‘এ্যাপ্রোডেভ’ এবং এর সহযোগী অংশীদারগণ একসুরে কথা বলেন। সিডিপি দক্ষিণ-এশীয় জলবায়ু কর্মসূচি নেটওয়ার্ক (CANSA) এর সদস্য এবং আন্তর্জাতিক ‘জলবায়ু কর্মসূচি নেটওয়ার্ক (CAN)’ এর অভিযোজন কার্যক্রমের সাথে কার্যকরীভাবে যুক্ত।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট বাংলাদেশের জনগণ এর দাবি

কোপেনহেগেনে ন্যায্য এবং কার্যকর জলবায়ু চুক্তি সম্পাদন

উন্নত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের নৈতিক কর্তব্য

প্রিয় বিশ্ব নেতৃবৃন্দ,

গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণ এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা!

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনে একটা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সভা হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রশমনের জন্য বর্তমান পৃথিবীতে এটি একটি বড় সুযোগ। আমরা বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করি, এই আলোচনায় একটা সুন্দর এবং কার্যকর চুক্তি সম্পাদন হবে যা থেকে সাধারণ মানুষ ও বিশ্বের বঞ্চিত জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। বাংলাদেশের জনগণ বিশ্বাস করে কোন দেশেরই, সেটা যদি উন্নয়নশীল দেশও হয়ে থাকে, তারও এমন কোন অধিকার নেই যে সে প্রাকৃতিক পরিবেশের দূষণ ঘটাবে অথবা একে বিপন্ন করে তুলবে। এই প্রেক্ষিতে আমরা কোপেনহেগেনে একটি ন্যায্য এবং কার্যকর জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত চুক্তির জন্য প্রচারাভিযান চালাচ্ছি।

আমরা বাংলাদেশের জনগণ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কঠিনতম দুর্ভোগ পোহাচ্ছি যদিও এ সমস্যা সৃষ্টিতে আমাদের কোনই অবদান নেই। পূর্বের সমস্ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) পরিবেশের প্রভাব নিরুপণপূর্বক বাংলাদেশকে একটি জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবদুষ্ট দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান এবং ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য; বিশেষকরে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এদেশকে একটি সর্বোচ্চ জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশে পরিণত করেছে। UNDP বাংলাদেশকে সর্বোচ্চ ঊষ্ণমন্ডলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ এবং ৬ষ্ঠ স্থানীয় বন্যা প্রবণ ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

UNFCCC-এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে হবে। এর পাশাপাশি কার্বণ নির্গমন হ্রাস করার ক্ষেত্রে তাদেরকে মূল ভূমিকা নিতে হবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ১৭ বছর চলে যাওয়ার পরও আমরা এখন দেখছি যে, সেই সকল দেশসমূহ তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করছে না। এটি বাংলাদেশের বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কাছে স্পষ্টতই অগ্রহণযোগ্য।

আমরা বিশ্বাস করি উন্নত দেশসমূহের নেতৃবৃন্দের একটি নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন প্রক্রিয়ায় সহায়তা দান করা। আমরা দাবি জানাচ্ছি, ধনী দেশগুলো যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বেশি দায়ি তারা তাদের নিজেদের নিকট দেওয়া নিম্নোক্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন;

- ২০২০ সালের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কার্বণ নিঃসরণ ৪০% হ্রাস করা;
- জলবায়ু পরিবর্তন পরিচর্যা এবং অভিযোজনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সব রকম সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ দান করা, নিজেদের কার্বণ নি:সারণ হ্রাস করার জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এ বাবদ (ধনী রাষ্ট্রগুলো) বছরে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করা ;

বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং হুমকি মোকাবেলার দায়িত্ব নিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন

আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিকোন থেকে জলবায়ু হলো মানব জাতির জন্য একটি মৌলিক সাধারণ সম্পদ। বিজ্ঞানের ভাষায়, জলবায়ু হলো কোন এলাকার বিগত ৩০ বছরের আবহাওয়ার গড় পরিসংখ্যান। ইউনাইটেড ন্যাশনস ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন্ অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (UNFCCC) জলবায়ু পরিবর্তনকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করছে যে, এটি হচ্ছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মানবজাতির কর্মকান্ড দ্বারা সৃষ্ট, যা বৈশ্বিক আয়নমন্ডলের গঠনশৈলীকে পরিবর্তিত করে এবং সমসাময়িক সময়ে লক্ষ্যনীয় প্রাকৃতিক জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটায়। ইন্টার গভার্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (IPCC) এর মতে, "জলবায়ু -পরিবর্তন" হচ্ছে দীর্ঘ সময়ে জলবায়ুর যে কোন পরিবর্তন যা প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা অথবা মনুষ্য সৃষ্ট কর্মকান্ডের ফলাফল। অবস্থান ভেদে জলবায়ু পরিবর্তনের এর কঠোরতা, ধরন, নিশ্চয়তা এবং সময়ের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের উপর প্রভাব পরিমাপ করা যেতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এবং সংকুচিত স্বাধীনতা

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি মানব জাতির ধ্বংসের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে সকলের জন্য একটি অতিসম্ভাব্য বেসামরিক হুমকী। জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মারাত্মক ভাবে ব্যাহত হচ্ছে, ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে জনসাধারনের স্থানান্র বৃদ্ধি পাচ্ছে , ব্যাপক সামুদ্রিক প্রভাব মরুময়তা সৃষ্টি করছে ফলে জলবায়ু নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জলবায়ু নিরাপত্তা প্রত্যক্ষ ভাবে মানুষের জীবনের সাথে জড়িত। জলবায়ু পরিবর্তন নিগৃহাত জনগোষ্টীর স্থায়িত্বশীল জীবিকার উৎস সাধারণ প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অভিগম্যতা হ্রাস করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা ব্যহত করতে পারে। জলবায়ুজনিত ঝুঁকিসমূহ জনগণকে তার স্বাধীনতাকে সীমিত এবং পছন্দকে সংকুচিত করতে বাধ্য করে।

ধনী লোকেরা বীমা অথবা সঞ্চয়, সম্পদ বিক্রয় প্রভৃতির মাধ্যমে জলবায়ু আঘাতের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে; কিন্তু গরীবদের এ ক্ষেত্রে পুষ্টি গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া, শিশুদের বিদ্যালয় গমণ বন্ধ করা অথবা এমন সব উৎপাদনশীল সম্পদ যার উপর তাদের জীবিকা নির্ভর করে সেগুলো বিক্রয় করা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প থাকে না। ২০৮০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উনয়ন বিশ্বে কৃষি নির্ভর জমির পরিমাণ ১১% কমে যাবে। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর অতিরিক্ত ৬০০ মিলিয়ন মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে পুষ্টিহীনতায় ভোগবে। এমনকি মৌসুমী বায়ু প্রভাবের সামান্য পরিবর্তন হেরফেরের কারনে দক্ষিণ এশিয়ার খাদ্য নিরাপত্তার উপর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

আই.পি.সি.সি-এর ২০০৭ এর প্রতিবেদনে নতুন তথ্য হচ্ছে বিগত ২বছর যাবৎ সমুদ্রের জমাকৃত বরফ অস্বাভাবিক হারে গলছে। বরফ সাগরের পানির তাপমাত্রা অক্টোবরে স্বাভাবিকের চেয়ে ৫ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণ । যাতে প্রতীয়মান হয় যে পরবর্তীতে শীত কালীন বরফ অনেক হালকা হয়ে যাবে, এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন চলতে থাকলে বরফ গলে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে ফলে সমুদ্র পৃষ্টের উঁচ্চতা বাড়বে। সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি উপকূলীয় জনগোষ্টাকে ভয়াবহ জ্বলোচ্ছাসের হুমকির মুখে ফেলবে। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু ঘটিত দুর্যোগে যেমন অনাবৃষ্টি বন্যা এবং ঝড় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও হিমালয় বরফ গলানোর হার অসম, কোথাও ১০মি এবং কোথাও ৫০মি কিন্তু বরফ যে গলছে অত্যন্ স্পষ্ট। হিমালয় বরফ গলনের ফলে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ হবে ব্রক্ষ্মপুত্র, গঙ্গা, হুয়াংহ, সিন্ধুনদ, মেকং, স্যালুইন এবং যার ফলে জলের অভাবে এশিয়ার দুই মিলিয়ন লোকের খাদ্য নিরাপত্তা সংকুচিত করতে পারে। ২০০০ থেকে ২০০৪ সালের পরে গড় বার্ষিক ভিত্তি ধরলে উন্নয়নশীল দেশে বসবাস করে ১৯ জনে এক জন জলবায়ু জনিত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী ঝঁকি এবং ন্যায় ভিত্তিক বাজার অর্থনীতি

সমুদ্র পৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি, উচ্চ তাপমাত্রা, মৌসুমী বায়ুর প্রভাবের হ্রাস বৃদ্ধি, অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে প্রভূত শুষ্কতার হ্রাস এবং ঘূর্ণি-ঝড়ের প্রকোপ বৃদ্ধি বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে অধিকাংশ জলবায়ু ঝুঁকি মডেল তৈরি করা হয়। গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ; প্রধানত কার্বণ-ডাই-অক্সাইড (জ্বালানী কয়লার উৎপাদন, তেল এবং জ্বালানী তেল) এর ফলাফলই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ। সমূদ্রগামী জাহাজ বাংকার ওয়েল নামক চরম ময়লা যুক্ত জ্বালানী ব্যবহার করে এবং এখনো পর্যন্ গাড়ী এবং ট্রাকের মাধ্যমে যে দূষণ হয় তার মত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও সেখানে নেই। একটা বিনোদন জাহাজ ১২৪০০ গাড়ীর চেয়েও বেশি গ্যাস নি:সারণ করে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন সহ জাতি সংঘের সহস্রাব্দ লক্ষ্য ২০১৫ (ইউনাইটেড ন্যাশন) অর্জনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন সম্ভবত একটি বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা। জলবায়ু পরিবর্তন জনগনের স্থায়িত্বশীল জীবন-যাত্রার উন্নয়নে সরকারের ক্ষমতাকে হ্রাস করতে পারে।

বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিষয়টি মুক্ত বাজার এবং বিশ্বায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যয্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক দাবি। বিশ্ব বানিজ্য নীতি সমূহ প্রায়ই ধনী এবং ক্ষমতাশালী দেশের সমর্থন করে। চলমান বৈশ্বিক নিয়ম এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতায় তারা নিজেরাই সীমানার বাইরে চলে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি সমসাময়িক অধিকতর স্বল্পস্থায়ী মুনাফা লাভ এবং প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার বাজার অর্থনীতিকে, ন্যায় ভিত্তিক বাজার অর্থনীতিতে পরিণত করার তাগিদ দেয় যা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার অবকাশ রাখে। মাথাপিছু কার্বণ নি:সারনের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নত দেশসমূহ প্রথমিক ভাবে দায়ি এবং জাতিসংঘে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সনদের কাঠামোর মধ্যে বর্ণিত শর্ত অনুমোদন করে কার্বণ গ্যাস নি:সারনের মাত্রা কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে পারে। একটি স্থানীয় আমেরিকান প্রবাদ আছে যে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট হতে এই পৃথিবীটা পাইনি আমরা আমাদের সন্তানদের নিকট থেকে এটি ধার করেছি মাত্র। এই প্রবাদটি ন্যায় ভিত্তিক এবং স্বল্পস্থায়ী মুনাফা ভিত্তিক বাজার অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। যদি আমরা আসলেই ন্যায় ভিত্তিক বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করতে চাই, পেতে তাহলে তাকে চলমান স্বচ্ছ মেয়াদী মুনাফার বাজার অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করতে হবে। জলবায়ু ন্যয্যতা দাবি করে যে জলবায়ু নীতি অবশ্যই আন্তঃ প্রজন্ম প্রেক্ষিতকে বিবেচনায় নিবে। ন্যায় ভিত্তিক বাজারকে উৎসাহ দিতে সরকারকেও একটি দীর্ঘমেয়াদী নীতি-মালা প্রণয়ন করতে হবে। বিগত দুই শতাব্দীতে যারা ঐতিহাসিক ভাবে গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে তাদেরকেই কার্বণ উদগীরণ প্রশমনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে।

লিঙ্গ সমতা এবং জলবায়ু ন্যায্যতা

জলবায়ু পরিবর্তনে লিঙ্গ বিষয়টি ন্যায্যতা, মানবাধিকার এবং জীবিকার নিরাপত্তা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবে স্বভাবতই পুরুষের চেয়ে নারীরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ হয়। জলবায়ু তাড়িত দূর্যোগে যারা মারা যায় তাদের চার-পশ্চমাংশেরও বেশি (৮৫%) হচ্ছে নারী। দেশের উপকূলীয় এলাকা এবং উত্তর-পশ্চিমের খরা প্রবণ এলাকায় নিরাপদ পানির ঘাটতি নারী এবং শিশুদের দূর্দশাকে বাড়িয়ে দেয় যারা মূলত পরিবারের খাবার পানি সংগ্রহের কাজে ন্যস্ থাকে। বর্ধিষ্ণু লবণাক্ত পানি বিশেষত গর্ভবতী নারীদের বিশেষ রকম স্বাস্থ্য সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জলবায়ু পরিবর্তনে নারী নের্তৃত্বের অভাবের জন্য দায়ি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনায় যথাযথ সংগঠন কাঠামো এবং জাতীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়নের ধারাবাহিক সমন্বয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রে কখনো নারীদের উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হয় নাই। সামনের দশক গুলোতে নারী এবং শিশুদের জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সক্ষমতা বাড়ানোই হবে একটি বড় ধরনের অগ্রাধিকার । অভিযোজন পদক্ষেপ সমূহ স্থানীয় পর্যায়ে লিঙ্গ-বিভাজিত বিপন্নতা নিরুপনের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।

জলবায়ু ন্যায্যতার জন্য সংহতি

জলবায়ু ন্যায্যতা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে রক্ষার্থে উন্নয়ন তরান্বিত করে এবং সুষ্ঠ আইনগত শাসন ব্যবস্থা জোরদার করে। জলবায়ু ন্যায্যতা মানবাধিকারের দৃষ্টিকোন থেকে বৈশ্বিক উষ্ণতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং হুমকি মোকাবেলায় সহায়তা কামনা করে। বৈশ্বিক জলবায়ুর ন্যায্যতার ধারনা মতে বিগত দুই শতাব্দীতে যারা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হয়েছে তাদেরকেই কার্বণ উদগীরণ প্রশমনের জন্য দায়িত্ব নিতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন সর্ম্পকিত যে কোন উদ্যোগ অবশ্যই অধিক ঝুঁকিপূর্ণদের স্থায়িত্বশীল জীবন-যাত্রার নিরাপত্তা বজায় রাখে এবং সার্বিক অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করে। স্থানীয় প্রেক্ষিতে জলবায়ু ন্যায্যতা হচ্ছে তৃণমূল পর্যায়ে, সামাজিক ভাবে বঞ্চিত অধিক ঝুঁকিপূর্ণ দরিদ্র এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কে রক্ষায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকিমুক্ত আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম বজায় রাখতে সহায়তা করা ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের অসম বন্টন বিদ্যমান ঝুঁকি সমূহ উন্নয়নশীল দেশের দারিদ্র বাড়িয়ে দেয়। এই অসমঞ্জস্যতার সঙ্গে জলবায়ু জনিত ঝুঁকি লাঘবের জন্য অপ্রতুল ব্যবস্থা বিশ্বব্যাপী সুশীল সমাজের আন্দোলন জলবায়ু ন্যায্যতার দাবিকে সোচ্চার করেছে। জলবায়ু ন্যায্যতা দাবি করে যে ন্যায় ভিত্তিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে আমাদের ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করে এমন পছন্দ সমূহ এখনি নির্ধারণ করে ফেলা। গ্রীন হাউস গ্যাসের উৎপত্তি স্থল যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায় না তেমনি এর কোন জাতীয় সীমানাও নেই। জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদজ্জনক পরিনতি হ্রাস করতে মানব জাতির সম্মিলিত কর্মসূচি র গ্রহণ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আমাদের নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে , জলবায়ুর বিপন্নতা রোধ কল্পে আমাদের কার্যক্রম এবং দায়-বদ্ধতাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই বিচার করবে।

জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সনদ

১৯৮৮ সালে জাতি সংঘের সাধারণ অধিবেশনে ৪৩/৫৩ সংবিধি (৬ ডিসেম্বর ১৯৮৮) গৃহীত হয় যার শিরোণাম হচ্ছে- "মানবজাতির বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বৈশ্বিক জলবায়ু সংরক্ষণ করন'। আমেরিকার নিউইর্য়কে ১৯৯২ সালের ৯ মে- UNFCCC চূড়ান্ত হয় এবং গৃহীত হয়। যার লক্ষ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব গুলোকে কমিয়ে আনা । ১৯৯২ সালের ৪জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অর্ন্তভূক্ত জাতিসংঘ পরিবেশ এবং উন্নয়ন সম্মেলনে UNFCCC কে স্বাক্ষর করার জন্য উন্মুক্ত করা হয় এবং ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ এটি কার্যকর হয়। সনদে অংশগ্রহনকারী পক্ষ সনদ অনুমোদন করে জাতীয় কর্মসূচি র প্রণয়ন পূর্বক জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে সম্মত হবে। বাংলাদেশ ১৯৯২ সনে এই সনদে স্বাক্ষর করে এবং ১৯৯৪ সালে ১৫ই এপ্রিল অনুমোদন করে এবং ২২শে অক্টোবর ২০০১ সালে কিয়োটো প্রটোকলে অনুমোদন দেয়। কিয়োটো প্রটোকলের সনদ সম্মতির এবং চুক্তি স্থাপণের জন্য ২০১২ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করছে। জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের সনদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাসের সমাবেশী করনে এমন একটি মাত্রা পর্যন্ত স্থিতিশীলতা বজায় রাখে যা জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর নৃ-তাত্ত্বিক হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করে। সনদ অনুমোদনের মাধ্যমে পক্ষসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাসে জাতীয় কর্মসূচি প্রণয়নে একমত পোষণ করে। প্রত্যেকটি দেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অভিযোজন সাধনের জন্য একটি সাধারণ প্রতিশ্রুতি আছে এবং তাদের গৃহিত কর্মকান্ডের একটি প্রতিবেদন জাতিসংঘের (UNFCCC)-এ পাঠাতে হয়। জলবায়ু ধীর পরিবর্তনে জাতীয় উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহনের জন্য ১৯২টি দেশ উক্ত সনদে স্বাক্ষর করেন।

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’ কি?

COUNTDOWN TO
CO_2PENHAGEN
Time to make a difference

‘কাউন্টাউন টু কোপেনহেগেন’ হচ্ছে খ্রীস্টিয়ান এইড এবং সিস্টার এ্যাপ্রোডেভ এজেন্সি পরিচালিত একটি জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রচারাভিযান যার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে ২০০৯ সালের UNFCCC আহুত কোপেনহেগেন বৈঠকে ধনী দেশগুলোর প্রতি এই আহবান জানানো যাতে তারা চরমভাবে কার্বণ-ডাই-অক্সাইড গ্যাস উদগীরণ হ্রাস করে এবং কম সঙ্গতিপর্ণ দেশগুলোকে অভিযোজন এবং পরিচ্ছন্নতা উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দান করে। ‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন’ - এর আহবান হচ্ছে, ধনী দেশসমূহ যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অধিকতর দায়ি এবং তা নিয়ন্ত্রণ করতে যাদের ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে, তাদের বাধ্য করতে;

- যাতে ২০৫০ সালের মধ্যে কমপক্ষে দেশের অভ্যন্রীণ ৮০ ভাগ কার্বণ নিঃসরণ হ্রাস করে;
- এছাড়া যাতে তারা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করেন যা দ্বারা কার্বণ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তনের কৌশল প্রয়োগে অভিযোজনের উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে ।

এই ‘ক্যাম্পেইন’ এর উদ্দেশ্যসমূহ কি?

১. নিজ নিজ সরকারকে এই বার্তা পৌঁছে দেয়া যাতে তার জনসাধারণ জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলার ক্ষেত্রে যত্নবান হয় এবং এই লক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে সাহসী এবং ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালিত করা।
২. ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে এই ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে কোপেনহেগেনে সমবেত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট এই আহবান রাখা যে, এ যাবৎ প্রদত্ত তাদের সকল ওয়াদা পূরণ করতে হবে।
৩. সুশীল সমাজের জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে উদ্বিগ্নতা তুলে ধরে এটা মোকাবেলার জন্য সমন্বিত বৈশ্বিক কার্যক্রম গ্রহণ।
৪. সুশীল সমাজের জোট গঠন করে জাতীয় এবং বৈশ্বিকভাবে COP-১৫ এর অর্জিত ফলাফলকে প্রভাবান্বিত করা।

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’-এর জন্য কেন এই সংহতি?

ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে UNFCCC আয়োজিত ২০০৯ এর ডিসেম্বরের জলবায়ু সম্মেলন একটি কার্যকর বৈশ্বিক চুক্তি সম্পাদনের বিরাট সুযোগ। আসছে ২০১২-তে শেষ হয়ে যাওয়া কিয়োটো প্রটোকলের চলমান চুক্তির উপর বৈশ্বিক গ্রীণ হাউস গ্যাস নিঃসরণ কর্মসূচি তে রাষ্ট্রসমূহের একমত হওয়ার জন্য এই ১৫তম সম্মেলনের (COP-15) রয়েছে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা। দরিদ্র দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করতে এবং এই পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য বড় ধরনের আর্থিক প্যাকেজের ব্যাপারেও তাদের একমত হওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন ২০০৯-এ জলবায়ু পরিবর্তন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জনগণের অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করা।

কেন আমরা কোপেনহেগেনে ন্যায্য এবং স্বচ্ছ জলবায়ু সমঝোতা চুক্তি দাবি করছি?

আন্তর্জাতিক চুক্তির মৌলিক বিষয় হচ্ছে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা। বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নিচে আনা খুবই কঠিন, যদি তারা বৈশ্বিক জলবায়ু ব্যবস্থাপণা পদ্ধতি এবং নীতির অংশীদার না হয়। উন্নত দেশসমূহের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক অপরাধ স্বীকার করে প্রাক-শিল্প যুগে যেমন তাপ মাত্রা ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এর নিচে ছিল তাই বজায় রাখতে কার্যকর ভূমিকা রাখা। আমরা উন্নত দেশগুলোর নিকট থেকে জরুরিভাবে

যে প্রতিশ্রুতি আদায় করতে চাই তাহলো ২০২০ সালের মধ্যে কার্বণ গ্যাস নি:সরণে শতকরা ৪০ ভাগ হ্রাসকরন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৮০ ভাগ হ্রাসকরন যাতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নিচে আনা সম্ভব হয়। এছাড়া প্রতিটি শিল্পায়িত দেশকে অবশ্যই উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আর্থিক সহায়তা এবং প্রযুক্তি হস্পান্র করতে হবে যাতে তারা কার্বণ নি:সরণ হ্রাস করতে পারে। UNFCCC- এর আওতায় একটি বৈশ্বিক অভিযোজন কর্মকাঠামো রয়েছে যেখানে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রভাব সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আন্র্জাতিক কর্মকান্ড এবং প্রতিশ্রুতি সমূহ জোরদার করার সিদ্ধান্ হবে। এই নীতি কাঠামো ব্যাপকভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিপন্ন মানুষকে জলবায়ু পরিবর্তনের অনিবার্য ক্ষতিসমূহ কাটিয়ে প্রাক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সভ্যতার স্থিতি এবং ক্রমান্নতির জন্য বায়ুমন্ডলে কার্বণ-গ্যাসের বর্তমান পরিমাণ ৩৮৭ পিপিএম থেকে ৩৫০ অথবা তার কমে আনতে হবে। এ কথা নাসা বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম গবেষণা প্রকাশনায় স্বতঃসিদ্ধান্ বলে বিবেচিত হয়েছে। দিনদিন জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ গুরুত্বহীন হচ্ছে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবেই যথাযথ এবং দ্রুততার সংগে জলবায়ু সংকট মোকাবেলার কর্মকান্ড ব্যহত হচ্ছে। এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা গড়ে তোলার জন্য আমাদের বিশ্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে হবে ।

কেন সিডিপি 'কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন' পরিচালনা করছে?

কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি) এক যুগের অধিক সময়কাল ব্যাপী বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সংগে যুক্ত। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে তৃণমূল জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/সিবিওদের সাথে সিডিপি একটি বিশ্বস্ সমান্রাল এবং ধারাবাহিক সুসম্পর্ক বজায় রাখছে। ইস্যুভিত্তিক এডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় এনজিওদের সমন্বয়ে জোট গঠন সিডিপি'র অন্যতম শক্তিশালী দিক। সিডিপি তৃণমূল পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের মতবিনিময় ব্যবস্থা, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে ইস্যু ভিত্তিক এ্যাডভোকেসী কার্যক্রম পরিচালনা করে। জাতীয় সচিবালয় বা জাতীয় সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করে সিডিপি জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারনের প্রক্রিয়ায় তৃনমূল পর্যায়ের মতামতকে তুলে ধরে। সিডিপি বিভিন্ন ইস্যুভিত্তিক জোট গঠনের মাধ্যমে এর বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ততার জন্য জাতীয় ও আন্র্জাতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রশংসনীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং তারা এই নেটওয়ার্ক সদস্যদের সত্যিকার প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করে। বিভিন্ন সময় এই নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিদের তাদের আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা এবং গোল টেবিল বৈঠকে অংশ গ্রহনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজনের দক্ষতা এবং ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে জলবায়ু ইস্যুটিকে সঠিকভাবে বুঝবার জন্য ব্যাপক সচেতনতা আবশ্যক। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে 'কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন'কে মুখ্য করে সিডিপি ৩৫টিরও বেশি তৃণমূল এনজিও এবং দশ লক্ষ জলবায়ু জনিত ঝুঁকির শিকার জনগণকে সচেতন করার কার্যকর পদ্ধতি বলে মনে করে। এই ক্যাম্পেইনের মধ্য দিয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা সিডিপি জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু ন্যায্যতা অভিযান পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের এনজিওসমূহকে আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে। সিডিপি 'কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন'কে তৃণমূল পর্যায়ের এনজিও/সিবিওদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার মোক্ষম সুযোগ বলে মনে করেন। তারা জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন উপকরন তৈরি এবং সম্প্রচারের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভুমিকা পালন করতে পারে। যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও এবং সিবিও স্থানীয় জনগণ ও স্থানীয় সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রাখে সেহেতু তারা সাধারণ জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুটিতে যথাযথভাবে ধারণা লাভের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

সিডিপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও এবং সিবিওদের গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত যা দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে অভিযোজন দক্ষতা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে এনজিওদের জনগণের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ট এবং সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক আছে। তারা সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে এনজিও এবং সিবিওগণ নিজেদের অনুভূত এবং তাদের আশেপাশের জনগণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দুর্যোগকালীন প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি, জল সম্পর্কিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয় নিয়ে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য দায়িত্ব নেয়। বর্তমানে এই সংগঠনসমূহের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সময় মত সঠিক তথ্য জানতে পারে না বলে তারা তাদের জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কম সুযোগ পায়।

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’-এর বাংলাদেশের অংশীদারগণ

সিডিপি বাংলাদেশে “কাউন্টডাউন টু কোপেনহেনে”-সঞ্চালকের ভূমিকা পালন করছে। সিডিপি’র সাথে মোট ৫১ টি সহযোগি সংগঠন স্বেচ্ছাসেবামূলক সেবা প্রদান করার জন্য “কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন”- ক্যাম্পেইনে অংশ গ্রহণের সম্মতি প্রদান করেছে। সিলেট বিভাগ ছাড়া বাংলাদেশের অন্য ৫ টি (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল) বিভাগের ৩৪ টি জেলায় ৫৫ টি ভেন্যুতে জন মানুষের এই জলবায়ু ন্যায্যতার দাবি আদায়ের ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হবে। ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি সংগঠন তাদের কাজের ধরণ অনুযায়ী তৃণমূল পর্যায়ে এবং তাদের মধ্যে অনেকে দরিদ্র মানুষদের জীবন মান উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। সিডিপিসহ মোট এই ৫২ টি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের খুব জোরালো ভাবে ৬০০,০০০ জন সদস্য রয়েছে। এই সংগঠনের সদস্যরা ১০০,০০০ স্বাক্ষর সংগ্রহ করবে। এই সংস্থাসমূহ উপজেলা পর্যায়ে সভা আয়োজন করে স্থানীয় সুশীল সমাজের সদস্য এবং গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে উপজেলা পর্যায়ে বৃহত্তর প্রচারাভিযান গড়ে তুলবে।

ক্যাম্পেইন’-এর সিডিপি’র সহযোগি সংস্থাসমূহের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	ক্যাম্পেইন জেলা	সংগঠনের প্রধান কর্মকান্ড	তৃনমূল পর্যায়ের যে ধরনের জনগোষ্ঠীর সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত	মোট সুবিধা ভোগী	যোগাযোগঃ মোবাইল/ ই-মেইল
১.	আডাম	খাগড়াছড়ি	▪ স্যানিটেশন ▪ স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক শিক্ষা ▪ আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও জীবন মান উন্নয়ন সংগ্রামে রত	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	২০০০	b.rkhantcs@ymail.com, +8801820701854
২.	এডামস্	বাগেরহাট	▪ সঞ্চয় ও ঋণদান ▪ ভকেশনাল ট্রেনিং ▪ শিশু শিক্ষা ▪ ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ▪ আর্সেনিক মিটিগেশন ▪ নার্সারী ও প্লান্টেশন	দরিদ্র নারী, কৃষক, শিশু, বেকার যুব সমাজ	২৯০০০	+৮৮০১৭১৬২৮০০২৬ adamskln@yahoo.com
৩.	এ কে কে	বগুড়া	▪ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রচারণা ▪ পরিবেশ সংরক্ষণ ▪ নারীর প্রতি সহিংসতা ▪ কাজের পরিবেশ সৃষ্ট	ভূমিহীন, বিধবা নারী এবং গরীব কৃষক	১৮৮১২	rashidulsherpur@yahoo.com +8801712218279

ক্রমিক নং	সংগঠনের নাম	ক্যাম্পেইন জেলা	সংগঠনের প্রধান কর্মকান্ড	তৃনমূল পর্যায়ের যে ধরনের জনগোষ্ঠীর সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত	মোট সুবিধা ভোগী	যোগাযোগঃ মোবাইল/ ই-মেইল
৪.	এসডিএস	জয়পুরহাঁট	▪ দক্ষতা উন্নয়ন ▪ স্বাস্থ্য, পানি এবং পয়ব্যবস্থা ▪ শিক্ষা সমতা ▪ জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ▪ স্থায়িত্ব আয় সৃষ্টি ▪ পরিবেশ পরিবীক্ষণ ▪ সামাজিক বনায়ন, খামার এবং গবাদি পশু ▪ নারী ও শিশু অধিকার	গরীব এবং প্রান্তিক নারী এবং পুরুষ।	৪০১৩	sds_aysha@yahoo.com +8801711054796
৫.	এমবিএম কেএস	রংপুর	▪ হ্যান্ডিক্রাফটস ▪ সেলাইমেশিন ▪ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য	দারিদ্র, বিধাবা, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু জনগণ	২০০০	shrifamonoshita@yahoo.com +8801732549508
৬.	অনন্যা মহিলা সংস্থা	পটুয়াখালী	▪ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সাধন ▪ নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা করা ▪ স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা ও স্যানিটেশন কমসূচি ▪ মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা	অবহেলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী, নারী ও শিশু	৯৮০৪	camellia_khan@yahoo.com +880171229044 +88044162969
৭.	এপিপিপি বি	নীলফামারী	▪ শিক্ষা ▪ বেকারত্ব এবং দারিদ্র দূরীকরন ▪ স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবা ▪ খাদ্য নিরাপত্তা এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ▪ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সচেতনতা	সুবিধা বঞ্চিত এবং অসহায় জনগণ এবং জনগোষ্ঠী	১৯৫০	apppb_bd@yahoo.com +8801719037756
৮.	অপরা জিতা মহিলা সংস্থা	কুড়িগ্রাম	▪ আর্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতি উন্নয়ন ▪ মানবাধিকার ▪ সুশাসন	প্রান্তিক কৃষক, বিধবা এবং তালাক প্রাপ্ত নারী, শিশু এবং সংখ্যালঘু জেলে সম্প্রদায় ও রিক্সাওয়ালা।	২৫৫০	brmaislam@yahoo.com +8801710869617
৯.	অর্পণ ফাউন্ডেশন	খুলনা	▪ অধিপরামর্শ, ▪ সঞ্চয় ও ঋণদান	নারী ও শিশু	২৫০০	arponfoundation@yahoo.com +8801915729049
১০.	বিসিডিপি	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	▪ শিক্ষা,স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ ▪ ভোক্তা অধিকার ▪ এইচ আই ভি/এইডস্ সচেতনতা ▪ শিশু অধিকার এবং নারী পাচার ▪ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবিকা	গরীব এবং ভূমিহীন, প্রান্তিক আদিবাসী দল।	৭৯১৫	bcdpchapai@yahoo.com +8801716730704
১১.	বিসিভিডি	পাবনা	▪ কৃষি এবং জীবিকা নির্বাহ ▪ শিক্ষা,স্বাস্থ্য এবং লিঙ্গ	নারী ও শিশু, উপকূলীয় এবং জলাভূমি জনগোষ্ঠী	৭৭৩০	bcvd04@yahoo.com +8801717994226

			সমতা ▪ গ্রামীণ বাসস্থান, শিক্ষা এবং পয় নিষ্কাষণ ব্যবস্থা ▪ জলাভূমির জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ			, +8801711186457
১২.	বিডিএস সি	নাটোর	▪ সচেতনতা ▪ আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম ▪ নারী ও শিশু অধিকার	নারী, কৃষক, শিশু, স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, (প্রতিবন্ধী) ভিন্ন ভাবে অক্ষম	১০০০	bdsc_maznu@yahoo.com +8801718281184
১৩.	বিআরআরআরি স	পঞ্চগড়	▪ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ▪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা ▪ দূর্যোগ ব্যবস্থাপণা	ভূমিহীন পরিবার এবং শিশু, বিধবা, তালাকপ্রাপ্ত/ বিচ্ছিন্ন এবং বৈষম্য সূচক নারী এবং জাতিগত সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়	২৮৫০	dgus2009@yahoo.com +8801711451949
১৪.	বিভাস	দিনাজপুর	▪ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, এবং সচেতনতা ▪ নারী ও শিশু পাচার ▪ পানি এবং পয়নিষ্কাষণ ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্র ঋণ	অক্ষম নারী ও শিশু	৬০১৬	heard2137@yahoo.com +8801714332675
১৫.	সিডাড	নাটোর	▪ প্রতিবন্ধী উন্নয়ন	প্রতিবন্ধীদের সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা	৯১০	sedad_ngo@yahoo.com +8801727671828
১৬.	কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)	খুলনা	▪ গবেষণা ▪ অধিপরামর্শ ▪ তথ্য ব্যবস্থপনা ▪ তৃণমূল এনজিওদের সামর্থ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি ▪ জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি প্রশমন ও অভিজোযন ▪ খাদ্য অধিকার ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন ▪ কৃষি ও খাদ্য সার্বভৌমত্ব ▪ মানবাধিকার ও সুশাসন ▪ পরিবেশগত সুশাসন ▪ স্থানীয় অধিকার ভিত্তিক গণ-আন্দোলনসমূহকে শক্তিশালীকরন ▪ স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ইস্যুভিত্তিক প্রচারাভিযান পরিচালনা ▪ লোকায়ত জ্ঞানের চর্চা, বাস্ বায়ন, উন্নয়ন ও প্রসার।	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের নিস্পেষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, উত্তর বঙ্গের মঙ্গা পিড়ীত ও সম্বলহীন দুস্থ মানুষ, আদিবাসী ও অন্যজ জনগোষ্ঠী, কৃষক সমাজ, ইয়ুথ গ্রুপ, সিভিল সোসাইটি গ্রুপ, তৃণমূল সংগঠন, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিবেশ ও মানবাধিকার সংগঠন এবং ফোরাম, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম, স্নানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিভাগ।	৫২১৪৫৬	cdp@cdpbd.org, cdpmahbub@yahoo.com, +8801916033444
১৭.	সিডিপি	ঢাকা	”	”	”	masumcdp@yahoo.com khokoncdp@yahoo.com +8801911313049 +8801911838346
১৮.	সিডিপি	বাগেরহাট	”	”	”	cdp@cdpbd.org jalilcdp@yahoo.com +8801916033444 +8801552326987

১৯.	চিটাগং হিল ট্রাক্টস এনভায়রনমেন্ট, এডুকেশন রিসোর্স ডেভেলপ মেন্ট সোসাইটি	খাগড়া ছড়ি	▪ পরিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম ▪ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ▪ আদিবাসী সমাজ উন্নয়ন	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	২০০০	bilastripura@yahoo.com
২০.	চেতনা ৭১	খুলনা	▪ ক্যাম্পেইন ▪ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জ্ঞান চর্চা ▪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন	যুব ও নাগরিক সমাজ	১০০০	biplobiq@yahoo.com +8801819909724 +8801911509053
২১.	কমিউনিটি ডেভেলপ মেন্ট কমিটি (সিডিসি)	খুলনা	▪ অধিমরামর্শ ▪ নারী ও শিশু অধিকার	বেকার যুব সমাজ	৮০০	asad07_kh@yahoo.com +8801711730870
২২.	কনসেন্স	খুলনা	▪ মানবজীবনে গণতন্ত্র ও সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ▪ দারিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার ▪ সচেতনতা বৃদ্ধি ▪ গরীব জনগনের আর্থ-সামাজিক উন্নতি	বঞ্চিত শিশু, বস্তির নবযুবতী মেয়ে, অশিক্ষিত দারিদ্র মহিলা, ইয়াতিম, ভূমিহীন গরীব জনগণ ও জেলে সমাপ্রদায়ের জনগণ	৫০০০	cons_org@khulna.bangla.net, salimbulbul@yahoo.com +8801712680704
২৩.	ধরিত্রী	বাগের হাঁট	▪ সুন্দরবন রুক্ষা প্রচারাভিযান ▪ হ্যান্ডিক্রাফটস ▪ সেলাইমেশিন ▪ স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য, নিবন্ধিত ও সংঘ শক্তিশালী করন	অক্ষম শিশু, মাদকাসক্ত, বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলা	২০০০	dhoritry@khulna.bangla.net, pkmongla1@pallitathya.org +8801712613606 +8801714090048
২৪.	ডেভেলপ মেন্ট পার্টনার (ডিপি)	যশোর	▪ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরন ও মূলধন গঠনে সহায়তা করা ▪ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি ▪ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ▪ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ ▪ গণ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ▪ ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকরন কর্মসূচি	পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী	৪৯৮৪	dpmonirampur@yahoo.com, +8801715001029 , +8801711944877
২৫.	ডিএসএস	যশোর	▪ সঞ্চয়ী গ্রুপ, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ▪ ভূমিহীন মহিলা, শারীরিক ভাবে অক্ষম ▪ জেলে সম্প্রদায় ▪ সুশাসন, শিক্ষা, ▪ এইচআইভি/এইডস, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য	দরিদ্র মহিলা, পানিবন্ধি এলাকার জনগণ, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশু, পাচার হওয়া শিশু	৩০০০	prokashdss@yahoo.com, +8801722503998
২৬.	জিডিএস	বরিশাল	▪ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ▪ মানবাধিকার ও সুশাসন ▪ স্বাস্থ্য ও শিক্ষামুলক কার্যক্রম ▪ গণ সচেতনতামুলক কার্যক্রম	নারী ও শিশু, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী	১২৬৯০	gdsbsl@gmail.co, +8801911132791 +8801716952749

২৭.	হেনা ফাউন্ডেশন	রাজশাহী	▪ আর্থ সামাজিক এবং সংস্কৃতি উন্নয়ন ▪ স্থানীয় আদিবাসী জনগনের জন্য শিক্ষা ▪ স্বাস্থ্য, ভূমি এবং মানবাধিকার ▪ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	স্থানীয় জনগোষ্ঠী/ আদিবাসী জনগোষ্ঠী, শিশু, স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ)	১০৭০	momnena2009@yahoo.com +8801917434523
২৮.	জাগো নারী	বরগুনা	▪ নারী ও শিশু অধিকার নিশ্চিতকরন ▪ নারী নেতৃত্ব ▪ অর্থনৈতিকভাবে নারীদের স্বাবলম্বী করা ▪ মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি ▪ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি	দরিদ্র ও নিপিড়ীত নারী, অবহেলিত শিশু ও সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী	১০০০০	Jago_nari@yahoo.com +8801716261224
২৯.	জেএসকেএস	রংপুর	▪ সচেতনতা ▪ আয় বর্ধণমূলক কার্যক্রম ▪ নারী ও শিশু অধিকার	নারী, কৃষক, শিশু, স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠী, (প্রতিবন্ধী) ভিন্ন ভাবে সক্ষম	৯৫০	jsks_mijan@yahoo.com +8801718617328
৩০.	খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএম কেএস)	খাগড়াছড়ি	▪ মাতৃ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা ▪ এইচআইভি/এইডস, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	৭০০	kmkscht@yahoo.com,
৩১.	মুকসুদপুর সংবাদ	গোপালগঞ্জ	▪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ ▪ শিশু বিষয়ক সংবাদ প্রকাশ ▪ নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ ▪ সামাজিক ও পারিপার্শিক ঘটনা নিয়ে নিয়মিত রিপোর্টিং	এলাকার সুবিধা বঞ্চিত সাধারণ জনগণ, শিশু, কিশোর ও মহিলা	৫০০০	haiderms@btcl.net.bd,hossainhaider@yahoo.com +8801711517927
৩২.	নবান্ন	নড়াইল	▪ শিক্ষামূলক গণসচেতনতা ▪ মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে যুব সংগঠনের উন্নয়ন ▪ বেকার সমস্যা দূরীকরন ▪ মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার ও সুশাসন ▪ সহায়হীন বৃদ্ধদেরকে সহায়তাকরন ▪ পরিবেশ ও স্থানীয় সম্পদ রক্ষাকরন	দরিদ্র জনগোষ্ঠী, যুব সমাজ, বৃদ্ধ ও সমাজের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী	৪৭০০	nabanno_narail@yahoo.com, +88048162996, +8801711463707
৩৩.	ওডপাপ	কিশোরগঞ্জ	▪ অধিপরামর্শ ও নেটওর্য়াকিং ▪ লিঙ্গ সমতা ▪ সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ ▪ দারিদ্র মহিলাদের পূণর্বাসন নিশ্চিত করন	দারিদ্র জনগণ, মহিলা ও শিশু, অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী	২৫০০	odpup@yahoo.com, odpup@bdonline.com +8801711591776
৩৪.	অরিডার	সিরাজগঞ্জ	▪ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ ▪ স্থানীয় সম্পদের সমাবেশ ▪ পুকুর ▪ নাসারী এবং নমুনা তৈরি ▪ বীজ উৎপাদন এবং সংরক্ষণ ▪ কারিগরি, ঋণ এবং বাজারজাত করনে সহায়তা	দূদর্শাগ্রস্ম, সম্পদহীন ও ভূমিহীন নারী/পুরুষ	২১৭৩৫৫	oredarorg@yahoo.com +8801921971204

৩৫.	পদ্মা সমাজ কল্যাণ সংস্থা	ঝিনাইদহ	▪ টেকসই গবেষণা ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ▪ দারিদ্র মহিলাদের শক্তিশালীকরন ▪ উন্নত জীবনযাত্রা ও সামর্থ বৃদ্ধি ▪ মানবাধিকার ও সুশাসন ▪ বন্ধু চুলা সম্প্রসারন (ICS) ▪ তামাক চাষের বিকল্প অন্য চাষ ও খাদ্য উৎপাদন	সমাজের সুবিধা বঞ্চিত বিশেষ করে নারী ও পুরুষ, বিধবা, ইয়ুথ, আদীবাসি, প্রতিবন্ধি, যৌনকর্মী, স্বামী পরিত্যাক্ত মহিলা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী	১৫০০০	habibpadma@yahoo.com +8801717615345 +8801923396228
৩৬.	পল্লী পূণর্গঠন ক্লাব (পিপিসি)	পিরোজপুর	▪ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরন ও মূলধন গঠনে সহায়তা করা ▪ স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি ▪ দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি ▪ গণ সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রম ▪ ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠাকরন কর্মসূচি	উপকূলীয় অঞ্চলের দরিদ্র গনগোষ্ঠী	১২০০০	+8804623260, +8801818343841
৩৭.	পরিবর্তন-খুলনা	সাতক্ষীরা	▪ মাটি বিহীন কৃষি ▪ পরিবেশ বান্ধব পর্যটনের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দারিদ্র বিমোচন ▪ শিশু অধিকার ও উন্নয়ন ▪ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ▪ দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	নারী, কৃষক, শিশু, ভূমিহীন কৃষক, প্রতিবন্ধী, ভিন্ন ভাবে অক্ষম	২০২১	paribartankhulna@gmail.com +880412830229 +880171182941
৩৮.	পথিকৃত	খুলনা	▪ ভূমিহীন অধিকার আন্দোলন ▪ কৃষিক অধিকার ▪ মানবাধিকার ও সুশাসন ▪ বৃদ্ধাশ্রম ▪ নারী ও শিশু অধিকার ▪ পরিবেশ সুরক্ষা	ভূমিহীন, সমাজের সুবিধা বঞ্চিত নারী ও পুরুষ, বিধবা, অসহায় বয়স্ক	৬০৫৭	pathikritorg@gmail.com +8801715268606
৩৯.	প্রগতি	সাতক্ষীরা	▪ ভূমিহীনদের অধিকার রক্ষা করা ▪ বিধবা ও দুস্থ মহিলাদের উন্নয়ন ▪ পরিবেশ ও মানবাধিকার সুরক্ষা ▪ স্থানীয় সম্পদ সুরক্ষাকরন কার্যক্রম ▪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	ভূমিহীন, সুন্দরবনের প্রান্সীমায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী	৭০৫৬	progotingo@gmail.com +8801718405066 +880472674218
৪০.	প্রতিকী ট্রাস্ট	সাতক্ষীরা	▪ ভূমিহীন অধিকার আন্দোলন ▪ দারিদ্র বিমোচন ▪ টেকসই কৃষি কার্যক্রম ▪ স্থানীয় সম্পদ সুরক্ষা ▪ মানবাধিকার ও সমাজ উন্নয়ন	ভূমিহীন জনগোষ্ঠী, হতদরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া তৃণমূল জনগোষ্ঠী	৩০০০	protiksatkhira@yahoo.com, +8801713918978 +8801714931596
৪১.	রানী	নঁওগা	▪ স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি ▪ স্থায়িত্বশীল জীবন জীবিকা	গ্রামীণ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত জনগণ, নারী এবং শিশু	৮২৪০	rani6500@yahoo.com,mezanur10@yahoo.com +8801711451800

৪২.	রোজেস	ঠাকুরগাঁও	▪ লিঙ্গ সমতা এবং ক্ষমতায়ন	নারী এবং শিশু, কিশোর-কিশোরী।	১৩০০	rafique33@yahoo.com +8801716320588
৪৩.	রূপসা মহিলা কল্যাণ সংস্থা	খুলনা	▪ সচেতনতা বৃদ্ধি ▪ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ▪ শিক্ষা, এইচআইভি/এইডস এবং ড্রাগস ▪ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ▪ হেলথ, স্যানিটেশন	এলাকার দারিদ্র মহিলা, শিশু, হত দরিদ্র জনগণ	২৫০০	rmks@bttb.net.bd +8801711061464
৪৪.	পিইউএস	গাইবান্ধা	▪ ক্ষমতা উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়ন ▪ অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ▪ অধিপরামর্শ এবং সামাজিক সমাবেশ ▪ আইনি সহায়তা সেবা	নারী, কিশোর-কিশোরী, অক্ষম জনগোষ্ঠী এবং সংখ্যালঘু দল	৫২৭৫	anisjorwdar@yahoo.com pusshaghata@yahoo.com +8801713739465
৪৫.	সাফ	কুষ্টিয়া	▪ দারিদ্র নিরসন ▪ বৃক্ষরোপন ▪ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ▪ অবহিতকরন সভা ও র‍্যালি, সচেতনতা সৃষ্টি, ইত্যাদি	ভূমিহীন, বিধবা,এতিম, প্রান্তিক চাষী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী	১০৯৮	saf.razzak@gmail.com +8801718045268
৪৬.	সিয়াম	খুলনা	▪ অধিমরামর্শ, ▪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন	নারী, শিশু ও যুব সমাজ	৯০০	masum.sciam@gmail.com +৮৮০১৭১২৮০৯৫২৯
৪৭.	স্কোপ	বরিশাল	▪ পরিবেশ সংরক্ষণ ▪ প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষা ▪ গবেষণা ▪ সক্ষমতা বৃদ্ধি ▪ অধিপরামর্শ ▪ দূর্যোগ ব্যবস্থাপণা	তৃণমুল ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠী	২০০০০	scope@bttb.net.bd, +880431-61101, +8801711047113.
৪৮.	স্বদেশ হিউম্যান অ্যাসিস্ট্যান্স সোসাইটি	মেহেরপুর	▪ তামাক নিয়ন্ত্রণ ▪ পরিবেশ সুরক্ষা ▪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম ▪ ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ▪ ভোক্তা অধিকার ▪ নারী ও শিশু পাচার ও নির্যাতন প্রতিরোধ	হত দরিদ্র, গরিব, ধনী, নারী, শিশু, যুবক সহ সকল শ্রেণীর মানুষ	৪৫০০	shas1996@gmail.com. manik_gangni@yahoo.com, +8801712841408, +88 01710452254
৪৯.	ত্রিপুরা কমপিউটার সিস্টেম (টিসিএস)	খাগড়াছড়ি	▪ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, গবেষণা, ▪ আদিবাসী শিশুদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	৫০০	b.rkhantcs@ymail.com, +8801820701854
৫০.	টিএসপি	পাবনা	▪ নারী এবং শিশু অধিকার ▪ ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রমের জন্য শিক্ষা ▪ নারীদের জন্য আয় এবং কর্মসংস্থান ▪ নিরাপদ পানি ▪ পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থা ▪ ভূমি এবং কৃষি সংস্কার	নারী এবং শিশু, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, অক্ষম কিশোরী এবং ভূমিহীন জনগণ।	২০৬৭০	tsp_pabna@yahoo.com +8801937856571
৫১.	ইউডিএফ	বগুড়া	▪ প্রাথমিক শিক্ষা ▪ ফিশারিজ, পুষ্টি ▪ হেলথ, স্যানিটেশন	অধিকার বঞ্চিত নারী/পুরুষ/শিশু, ভূমিহীন মহিলা	১৭৫০	udf99@yahoo.com +8801712406335
৫২.	উদ্ভাবনী মহিলা সংস্থা	খুলনা	▪ সচেতনতা ▪ আয় বর্ধনমূলক কার্যক্রম	নারী এবং শিশু	১০০০	anika_rahman_mithun@yahoo.com

				▪ নারী ও শিশু অধিকার			+8801711476400
৫৩.	উন্নয়ন ট্রাস্ট	ধারা	ভোলা	▪ চরের মানুষের জীবন উন্নয়ন ▪ দুর্যোগ, পরিবেশ ▪ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য	শিশু ও মহিলা, বিশেষ করে এডোলেসন মেয়ে।	৭৫০০	Rasul_sdp@yahoo.com, unnayandt@yahoo.com +8801912947346
৫৪.	উন্নয়ন ট্রাস্ট	ধারা	ময়মনসিংহ	”	”	”	’’
৫৫.	জাবরং সংস্থা	কল্যাণ	খাগড়াছড়ি	▪ গবেষণা ▪ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ▪ সমাজ উন্নয়ন ▪ হ্যান্ডিক্রাফট	আদিবাসী জনগোষ্ঠী	৫০০০	Info@zks-bd.org +880 371 61708, +880371 62006

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’- বাংলাদেশের অংশীদারদের সাধারণ চুক্তিঃ

১. ‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন’-এর এই ‘ক্যাম্পেইন’ বহিতে উপরোল্লিখিত তৃণমূল পর্যায়ের প্রত্যেক সহযোগী সংস্থা তাদের নিজস্ব এলাকায় স্বতস্ফুর্তভাবে জলবায়ু ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য সম্মত থাকবে।

২. সিডিপি জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিপন্ন জনগণের পক্ষ হতে জলবায়ু ন্যায্যতার গণ-স্মারকলিপি প্রস্তুতের দায়িত্ব নিবে। সিডিপি ক্যাম্পেইনের যাবতীয় জিনিস-পত্র বাংলায় প্রকাশ করবে এবং আবেদন পত্রে গণ-স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয় উপকরণাদি তৈরি করবে।

৩. সিডিপি এবং সমস্ তৃণমূল পর্যায়ের এনজিও মিলে জলবায়ুর ন্যায্যতার গণ-স্মারকলিপি প্রস্তুতের জন্য ১ (এক) লক্ষেরও বেশি সংহতি স্বাক্ষর সংগ্রহের প্রত্যাশা করছে।

৪. সিডিপি এই দাবি প্রচারের জন্য কমপক্ষে ৩ হাজার পোষ্টার ছাপবে, ২ হাজার ক্যাম্পেইন বই ছাপবে, ১৫ হাজার প্রচারপত্র এবং ৫৫ টি ক্যাম্পেইন ব্যানার তৈরি করবে যাতে গণ-দাবি বিধৃত হবে।

৫. সমস্ তৃণমূল পর্যায়ের এনজিও সংবাদ সম্মেলনের জন্য ব্যানার প্রদান করবে । ।

৬. ‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন’ ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানের ১ সপ্তাহ পূর্বে ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহ একটি আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে সমস্ সংসদ সদস্য, নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, সাংবাদিক এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের দাবি সংবলিত প্রচার পত্র প্রদান করবে।

COUNTDOWN TO
CO2PENHAGEN
Time for climate justice

‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন ক্যাম্পেইন’-এর স্বাক্ষর বহিতে স্বাক্ষর করে আমাদের চলমান জলবায়ু ন্যায্যতা আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য

আপনি সাদরে আমন্ত্রিত!

আপনার স্বাক্ষর কোপেনহেগেনে
স্বচ্ছ এবং ন্যায্য জলবায়ু চুক্তি সম্পাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রশমনে

সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া কোন বিকল্প নেই।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুনঃ
‘কাউন্টডাউন টু কোপেনহেগেন’
বাংলাদেশ প্রচারাভিযান সচিবালয়
কোস্টাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ (সিডিপি)
বাড়ি নং-১২/এ (নিচতলা), রোড নং-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
ফোনঃ +৮৮০-৩৭৭২০১৪২৭২, মোবাইলঃ +৮৮০-১৯১৬-০৩৩৪৪৪
ই-মেইলঃ cdpcampaign@yahoo.com, ওয়েবসাইটঃ www.cdpbd.org